মূলশব্দাবলী
ইবাদত
মৃত্যু
কাজ
তাকওয়া

Majlis Ugama Islam Singapura

Friday Sermon

26 December 2025 / 5 Rejab 1447H

আখিরাতকে মনে রেখে জীবনের পথ অতিক্রম করা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، وَأَمَرَنَا بِالتَّقْوَى وَالْخُلُقِ الْكَرِيمِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللّٰهِ، اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

যুমরাতুল মু'মেনিন রাহিকামুল্লাহ,

চলুন আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি আমাদের তাকওয়া বৃদ্ধি করি। তাঁর সকল আদেশ পূর্ণভাবে পালন করি এবং সকল নিষেধ থেকে বিরত থাকি। সৎকাজ করি এবং অসৎকাজ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখি।। আমাদের সকল কাজে আন্তরিকতা বজায় রাখি। প্রয়োজনগ্রস্তদের সাহায্য করি এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য দোয়া করি। সর্বদা বিনয় ও নম্রতার চাদরে নিজেকে আবৃত রাখি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যেন আমাদের এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার জীবনের পরিণতি সর্বোত্তম করে দেন। আমিন, ইয়া রব্বাল 'আলামিন।

প্রিয় ভাইয়েরা,

প্রতিটি খুতবাতেই আমাদের জন্য একটি স্মরণবাণী থাকে—আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণে রাখা এবং তাকওয়া অবলম্বন করা। যে আয়াতগুলো প্রায়ই তিলাওয়াত করা হয়, তার মধ্যে একটি হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বানী, সূরা আল ইমরান-এর, আয়াত ১০২

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ١٠٢

যার অর্থঃ ***"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় কর এবং তোমরা মুসলিম (আত্মসমর্পণকারী) না হয়ে যেন মৃত্যুবরণ না কর।***

আমরা প্রতি সপ্তাহেই এই স্মরণবাণীটি শুনে থাকি। কিন্তু কখনো কি আমরা নিজেরাই নিজেকে প্রশ্ন করেছি—যে, এর অর্থ আমরা সত্যি হৃদয়ে ধারণ করতে পেরেছি কি-না?

আমরা কি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে যথার্থভাবে স্মরণে রাখছি, যেভাবে তাঁকে স্মরণ করা আমাদের উচিত?

আর যদি যে কোনো মুহূর্তে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে তাঁর নিকট ফিরে যাওয়ার জন্য আহ্বান করেন, তবে কি আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারব যে আমরা প্রকৃত, মর্যাদাবান, ধার্মিক ও অনুগত মুসলিম হিসেবে মৃত্যুবরণ করব?

সম্মানিত মুসল্লিবৃন্দ,

আজ আমরা এমন এক পৃথিবীতে বসবাস করছি, যা নানা ধরনের মনোযোগ-বিভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ। বৈশ্বিক নানা ঘটনা, আমাদের ডিজিটাল যন্ত্রপাতি, কর্মব্যস্ততা ও দৈনন্দিন নানা দায়িত্ব—সব মিলিয়ে অসংখ্যভাবে এই বিভ্রান্তিগুলো আমাদের সামনে আসে। আমরা যদি সতর্ক না হই, তবে এসব বিভ্রান্তির স্রোতে ভেসে গিয়ে আমাদের অস্তিত্বের মূল উদ্দেশ্য—মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ইবাদত—তা করতে ভুলে যেতে পারি।

আমরা জীবিকা অর্জনের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করি; কিন্তু সেই প্রক্রিয়ায় হয়তো সকলের রিযিকদাতা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ভুলে যাই। আমরা আমাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো—আমাদের পরিবার, সম্পদ ও স্বাস্থ্য—রক্ষার জন্য প্রচেষ্টা চালাই; অথচ এই প্রচেষ্টার মাঝেই হয়তো সকল কিছুর রক্ষক ও আশ্রয়দাতা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে আশ্রয় ও হেফাজত প্রার্থনা করতে ভুলে যাই।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের যে নিয়ামতসমূহ দান করেছেন, সেগুলোকে আমরা হয়তো এমনভাবে গ্রহণ করেছি যেন সেগুলো পুরোপুরি আমাদেরই প্রাপ্য—এ কথা ভুলে গিয়ে যে, মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাই ইচ্ছামতো সেগুলি দান করেন এবং ইচ্ছামতো তিনি তা প্রত্যাহার করে নিতে পারেন।

আমরা হয়তো এই ধারণা নিয়ে সৎকর্ম সম্পাদন করেছি কিংবা বিলম্বিত করেছি যে, আমাদের হাতে এখনও যথেষ্ট সময় আছে। আবার পাপের ক্ষেত্রেও আমরা এমন মানসিকতা পোষণ করেছি যে, তওবা করার জন্য এখনও অনেক সময় বাকি রয়েছে।

আমার প্রিয় ভাইয়েরা,

বাস্তবতা হলো—এই পৃথিবীতে আমাদের আর কত সময় অবশিষ্ট আছে, তা আমরা কেউই জানি না। আমরা জানি ,মৃত্যু আমাদের সুনিশ্চিত এবং তা এমন এক সময়ে এসে যেতে পারে, যখন তার জন্য আমরা একেবারেই প্রস্তুত থাকবো না । মৃত্যু তরুণ–বৃদ্ধ, সুস্থ–অসুস্থ, ধনী–গরিব—কারও মধ্যে পার্থক্য করে না। মৃত্যু আমাদেরকে পূর্ণ ইমান বা সম্পূর্ণ তাকওয়ার অবস্থায় পৌঁছানোর জন্য অপেক্ষা করে না। আমাদের সময় ইতোমধ্যেই নির্ধারিত হয়ে গেছে, এবং নির্ধারিত সেই সময়েই মৃত্যু অবশ্যই এসে যাবে।

সুতরাং, আমাদের উচিত প্রতিটি দিনকে শেষ পরিণতির সচেতনতা নিয়ে এবং তার প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে জীবনযাপন করা—মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ইবাদতে নিজেকে নিয়োজিত রেখে এবং সৎকর্মে সদা সচেষ্ট হয়ে।

সম্মানিত ভাইয়েরা,

সুরা আল মুলকের দ্বিতীয় আয়াতে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ ۝٢

অর্থঃ আল্লাহ জীবন ও মৃত্যুকে সৃষ্টি করেছেন। এই সৃষ্টিজগতের উদ্দেশ্য হলো মানুষকে পরীক্ষা করা, কে সবচেয়ে ভালো কাজ করে। তিনি পরাক্রমশালী (আল-আযীয) এবং ক্ষমাশীল (আল-গাফূর) ।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের এই ক্ষণস্থায়ী জীবন দান করেছেন একটি পরীক্ষা হিসেবে—যার মধ্যে দিয়ে তিনি দেখেন, আমাদের মধ্যে কে তাঁর কাছে সর্বোত্তম আমল নিয়ে ফিরে আসবে। সম্পদ নিয়ে নয়, পদমর্যাদা নিয়ে নয়, খ্যাতি নিয়ে নয়—বরং কেবল সৎকর্ম ও কেবল সৎকর্মই হবে আমাদের পাথেয়।

ভাইয়েরা, আসুন আমরা স্মরণ রাখি যে, আমাদের দিনগুলি অত্যন্ত সীমিত। আমরা হয়তো ভেবেছি আগামীকাল আরও ভালো মুসলিম হব; কিন্তু বাস্তবতা হলো—আগামীকাল কখনোই না-ও আসতে পারে। আমরা জানি না কখন আমাদের সময় শেষ হবে, আর জানি না কখন আমাদের আমলনামা বন্ধ হয়ে যাবে। তবে এটুকু আমরা নিশ্চিতভাবে জানি—আমাদের নির্ধারিত সময় অবশ্যই আসবে, এবং একদিন আমাদের আমলনামা নিশ্চিতভাবেই বন্ধ হয়ে যাবে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একজন সাহাবি, ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু, একবার উপদেশ দিয়েছেন:

"যখন সন্ধ্যা পৌঁছাবে, তখন সকালের অপেক্ষা করো না। আর যখন সকালে পৌঁছাবে, তখন সন্ধ্যার জন্য অপেক্ষা করো না।"

সুতরাং, **আমার ভাইয়েরা,** আগামীকাল, পরশু বা নতুন বছরের জন্য নিজেকে উন্নত করার চেষ্টা পেছনে রাখবেন না। এখনই শুরু করুন। প্রতিটি দিন আমাদের জন্য একটি নতুন সুযোগ—গতকালের চেয়ে ভালো মুসলিম হওয়ার চেষ্টা করার। প্রতিটি দিন আমাদের আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করার, ইবাদতকে দৃঢ় করার, হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করার এবং আমাদের আমলনামা সৎকর্মে পূর্ণ করার সুযোগ।

আমরা প্রতিটি মুহূর্ত যে ইবাদতে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে স্মরণে এবং সৎকর্মে ব্যয় করি, তা আমাদেরকে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'লার কাছাকাছি নিয়ে আসে। আসুন আমরা এই অমূল্য মুহূর্তগুলো নষ্ট না করি, কারণ আমরা জানি না মৃত্যু কখন আসবে। আমরা চাই, যখন তা আসবে, আমরা যেন তখন মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'লার সাক্ষাৎ সম্মান, বিনয় এবং ইখলাসের সঙ্গে করতে পারি।

আমার প্রিয় ভাইয়েরা,

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কোনো বান্দার কল্যাণ চান, তিনি তাঁকে কর্মের মধ্যে প্রবেশ করান।"

তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো: "হে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার রাসুল (সাঃ) আল্লাহ তাঁকে কীভাবে কর্মের মধ্যে প্রবেশ করান?"

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন:

"মৃত্যুর আগেই তাকে সৎকর্ম সম্পাদনের পথ নির্দেশ করে।" (তিরমিযি)

সুতরাং, যদি আমরা এখনও কোনো অন্তর্নিহিত উদ্দীপনা অনুভব না করি যা আমাদের সৎকর্মের দিকে ঠেলে দেয়, তবে এটি হতে পারে যে আমাদের আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সঙ্গে সম্পর্কের মধ্যে এখনও কিছু দুর্বলতা আছে। এটি আমাদেরকে আমাদের ইবাদত পুনঃমূল্যায়ন করতে এবং জীবনের উদ্দেশ্যের সঙ্গে পুনঃসংযোগ স্থাপনের জন্য প্রেরণা দেয়।

যখন অন্যরা বছরের সমাপ্তির অপেক্ষা করছে, একজন মুসলিমের উচিত প্রতিদিন নিজেকে উন্নত করা এবং সৎকর্ম বাড়াতে প্রতিটি দিনকে কাজে লাগানো। বিশেষ করে রজব মাসের আগমনের সঙ্গে—যা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ ও পবিত্র মাস। আমাদের জন্য এটি আত্মিকতা ও ইবাদতের মরশুমের শুরু, যার প্রতীক্ষা আমরা করেছি দীর্ঘদিন ধরে।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের সকলকে এমন বান্দা হওয়ার তৌফিক দিন, যারা সদা সৎকর্মে নিয়োজিত থাকেন এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সন্তুষ্টি প্রার্থনা করেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করুন যাঁরা যেভাবে উচিত, আল্লাহর ভীতি পালন করে, এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের জীবনের পরিণতি মর্যাদাপূর্ণ করুন—যেন আমরা প্রকৃত, মর্যাদাবান, তাকওয়াবান ও অনুগত মুসলিম হিসেবে তাঁর কাছে ফিরে যেতে পারি। আমিন, ইয়া রব্বাল 'আলামিন।

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم.

Second Sermon

الحَمْدُ لِلّهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَما أَمَر، وَأَشْهَدُ أَن لا إِلَه إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلى آلِه وَأَصْحابِه أَجْمَعِين. أَمّا بَعْد، فَيا عِبادَ الله، اتَّقُوا اللهَ تَعالَى فِيما أَمَر، وانتَهُوا عَمّا نَهاكُم عَنْهُ وَزَجَر.

أَلا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلى النَّبِيِّ الْمُصْطَفى، فَقَدْ أَمَرَنا اللهُ بِذلِك حَيْثُ قَال فِي كِتابِهِ العَزِيز: إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلى النَّبِيِّ يا أَيُّها الَّذِينَ ءامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلى آلِ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ سَادَاتِنا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمانَ وَعَلِيّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحابَةِ وَالقَرابَةِ وَالتّابِعِين، وَتابِعِي التّابِعِين، وَعَنّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِك يا أَرْحَمَ الرّاحِمِين.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِناتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِماتِ، الأَحْياءِ مِنْهُم وَالأَمْواتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنّا البَلاءَ وَالوَباءَ وَالزَّلازِلَ وَالمِحَن، ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَن، عَن بَلَدِنا خاصَّةً، وَسائِرِ البُلْدانِ عامَّةً، يا رَبَّ العالَمِين. اللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوانَنا المُسْتَضْعَفِينَ فِي غَزَّة وَفِي فِلَسْطِينَ وَفِي كُلِّ مَكانٍ عامَّةً، يا أَرْحَمَ الرّاحِمِين. اللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ فَرَجًا، يا رَبَّ العالَمِين. اللَّهُمَّ اكْتُبِ السِّلْمَ وَالسَّلامَ وَالأَمْنَ وَالأَمانَ لِلعالَمِ كُلِّه

وَلِلنَّاسِ أَجْمَعِينَ. رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنيا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنا عَذابَ النَّارِ.

عِبادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسانِ وَإِيتاءِ ذِي القُرْبى، وَيَنْهى عَنِ الفَحْشاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرونَ، فَاذْكُروا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُروهُ عَلى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ ما تَصْنَعُونَ.